গাংনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেনকে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেনের জানাযা শেষে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁকে গার্ড অফ অনার প্রদান শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বাঁশবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে রাষ্ট্রের পক্ষে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা ও গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

অসুস্থতাজনিত কারণে রোববার সকাল শোয়া নটার সময় নিজ বাড়ি বাঁশবাড়িয়াতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনতিনি। (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

এদিকে এই গুণী ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেন গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে তৈরী হয়েছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। অবসর জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন। কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে আইসিইউতে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা শেষে গত বুধবার বাড়িতে আনা হয়। কয়েকদিন যাবৎ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

মুজিবনগরে ৪ বছরের শিশুকে শ্লীলতাহানির অপরাধে এক ব্যক্তি গ্রেফতার

মুজিবনগরে ৪ বছরের শিশুর উপর যৌন কামনা চরিতার্থ ও তার শ্রীলতাহানির অপরাধে আসান দফাদার (৫৫) নামে এক ব্যক্তি আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার বিকেলে অসৎ উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতরস্থানে হাত দিয়ে যৌন কামনা চরিতার্থ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

আসান দফাদার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত নেরু চৌকিদারের ছেলে।

ঘটনার বিবরণীতে জানা যায় রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ভবেরপাড়া গ্রামের তুহিন (ছদ্দনাম) ৪ বছর বয়সি মেয়ে রিমা (ছদ্দনাম) দোকান থেকে প্যাটিস নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় আসান দফাদারের দোকানের সামনে পৌঁছালে আসামী শিশু কন্যাকে ফুঁসলিয়ে তার চায়ের দোকানের মধ্য নিয়ে কেউ না থাকার সুযোগে অসৎ উদ্দেশ্যে কোলের উপর বসিয়ে মোবাইলে বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল ছবি দেখায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতরস্থানে হাত দিয়ে যৌন কামনা চরিতার্থ ও শ্রীলতাহানি করে। এ সময় বাচ্চা শিশুটির পিতা আসামির দোকানের সামনে দিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় শিশুটির পিতা শিশুটিকে কান্নারত অবস্থায় দোকানে দেখতে পাই এ সময় শিশুটি তার পিতাকে দেখতে পেয়ে কান্না করতে থাকলে আসামি মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় এ সময় মেয়েটি কান্না করতে করতে তার পিতার নিকট আসে এ সময় আসামি আসান দফাদার দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এ সময় শিশুটি তার পিতাসহ আশেপাশের লোকজনের সামনে তার সাথে ঘটা ঘটনার বিষয়টি বলে। ঘটনা শুনে শিশুটির পিতা মুজিবনগর থানায় উপস্থিত হয়ে আসামি আসান দফাদারের নামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে।

থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসামিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আসামি বর্তমানে মুজিবনগর থানা পুলিশ হেফাজতে আছে।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ(তদন্ত) জাকির হোসেন বলেন, মুজিবনগর থানায় আসামির বিরুদ্ধে ২০০০ সালের ১০ ধারায় নারি ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বর্তমানে আসামি পুলিশ হেফাজতে আছে। আইন অনুযায়ী সমস্ত কার্যক্রম শেষে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে পিএসকেএস এর উদ্যোগে বিনামূল্যে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতর নিজস্ব অর্থায়নে বিনামূল্যে ফলজ গাছের চারা বিতরন করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নে সাধারণ জনগণের মাঝে ২শত ৫০ টি পেয়ারা গাছের চারা এবং ২শত ৫০ টি কাঁঠাল গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও দেশিও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কর্মসংস্থান সৃষ্টি রিজিওনাল ম্যানেজার সেলিম রেজা। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন প্রবীণ সভাপতি আফজাল হোসেন এবং সহ-সভাপতি গন আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমন্বয়কারী হাসানুজ্জামান, সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী রহিম আক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ইয়াস্তুরা সুলতানা।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে বিনামূল্যে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতর নিজস্ব অর্থায়নে বিনামূল্যে ফলজ গাছের চারা বিতরন করা হয়েছে। আজ রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে সাধারণ জনগণের মাঝে ২৫০ টি পেয়ারা গাছের চারা এবং ২৫০ টি কাঁঠাল গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এমন উদ্যোগ নেয়া হয়।

সংস্থার এক কর্মকর্তা জানান, সবুজ শ্যামল করার জন্য পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এই উদ্যোগ গ্ৰহণ করে। এই বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে এবং আমাদের দেশীয় ফলের চাহিদা মেটাবে।

উক্ত বৃক্ষের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সহ সভাপতিসহ সদস্যরা, সাহেব নগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পিএসকেএস এর পরিচালক কর্মসূচী মোঃ কামরুল আলম, উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম,স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোছাঃ সাবিহা সুলতানা এবং কর্ম সংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচির শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ ওমর ফারুক এসময় উপস্থিত ছিলেন।

স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির

দাবিতে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোর স্মারকলিপি প্রদান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১ হাজার ৭৭২টি অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শাখার ‘সভাপতি ইনামুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক রূপালী খাতুন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, দেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনে এসব বিদ্যালয়ের অবদান অপরিহার্য।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়স গুলোকে সরকারিভাবে স্বীকৃতির আওতায় আনার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ ও ২০১৯ সালে বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইন আবেদন আহ্বান করা হয়।

সেই প্রক্রিয়ায় মোট ২ হাজার ৭৪১টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে, যার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৭৭২টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

তবে স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয় যে, ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত এসব বিদ্যালয়ের পরিদর্শন কার্যক্রম অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

স্মারকলিপিতে অবিলম্বে এসব বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির কার্যকর নির্দেশনা জারি করার জন্য জোর দাবি জানানো হয়। বলা হয়, “রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি নিশ্চিত হলে শিক্ষকরা না খেয়ে থাকবেন না এবং প্রতিবন্ধী শিশুরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে না।”

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি সভা

আগামী ৫-ই আগষ্ট ” জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন এর সভাপতিত্বে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ” জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ” যথাযথভাবে উৎযাপনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগামী ০৫ -ই আগষ্ট সকাল ১০ টা জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সকাল ১১ টা আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষক শওকত আলী নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শওকত আলী (৫৫) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
নিহত শওকত আলী ভাটপাড়া গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহ কাজীর ছেলে।

আজ রবিবার (৩ জুলাই) সকাল ১১ টার সময় নিজ জমির মটারের বিদ্যুৎ লাইনের সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, বেলা ১১ টার দিকে কৃষক শওকত আলী নিজের জমির মটার চালু করতে সুইচ দিতে যান। এসময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাত ও বুকের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

তবে, একটি সূত্র জানান, কৃষক শওকত আলীর মটারের বিদ্যুতের লাইনটি দীর্ঘদিন যাবৎ ফুটো হয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে সেখানে স্কসটেপ দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সেটি সচল রাখতেন। আজকেও সেই ফুটো জায়গায় স্কচটেপ মোড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি।

মেহেরপুরে এসএসসি ৯১ ব্যাচের উদ্যোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে জেলা ১৯৯১ সালের এসএসসি ব্যাচের উদ্যোগে কৃতি সন্তান সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সরকারী কলেজের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তন এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা এসএসসি ৯১ ব্যাচের জেলা সমন্বয়ক মেহেরপুর সরকারী কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাউছার আলীর

সভাপতিত্বে এবং মেহেরপুর পৌর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ আলিবদ্দীন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শেখ বখতিয়ার উদ্দীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ এ কে এম নজরুল কবীর, মেহেরপুর সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক খেজমত আলী মালিথ্যা। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রকিবুল হাসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিরিন সুলতানা ও কৃতি সন্তানদের পক্ষ থেকে মুবাশ্বিরা রহমান।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর ব্যাচের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি কে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা এসএসসি ব্যাচের যে সকল সদস্যদের সন্তানরা যারা বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তাদেরকে ব্যাচের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অসুস্থ হনুমানকে বাঁচাতে রিকশাচালকের মানবিকতা

মেহেরপুর শহরের খন্দকার পাড়ার রিকশাচালক জাকির হোসেন শনিবার বিকেলে এক ব্যতিক্রমী মানবিকতার নজির স্থাপন করেন।

সার্কিট হাউজের সামনে দিয়ে রিকশা চালানোর সময় তিনি দেখতে পান, একটি হনুমান অসুস্থ অবস্থায় কাঁপছে। দৃশ্যটি দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি।

জাকির হোসেন দ্রুত হনুমানটিকে নিয়ে পৌঁছে যান মেহেরপুর জেলা পশু হাসপাতালে। তবে শনিবার হওয়ায় হাসপাতালটি বন্ধ ছিল।

তারপরেও তিনি এবং স্থানীয় কয়েকজন সচেতন নাগরিক গিয়ে হাসপাতালের

মূল গেটে ধাক্কা দিতে থাকেন, আশা করছিলেন ভিতরে কেউ রয়েছেন কিনা।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ জানান, “একটি পশুর জন্য মানুষ কীভাবে ছুটে আসতে পারে—আজ আমরা নিজের চোখে দেখলাম। মানুষ যদি আন্তরিক হয়, তাহলে পশুও অবহেলিত থাকে না।”

ঘটনাটি গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে ঘটে। হনুমানটির শারীরিক অবস্থা গুরুতর হলেও, স্থানীয়দের প্রচেষ্টা ও ভালবাসায় তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলতে থাকে।

ঘটনার পর পশুপ্রেমী মহলে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রিকশাচালক জাকির হোসেনের প্রশংসা চলছে।

মেহেরপুরের ‘মায়ের হাসি ক্লিনিকে’ প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরের শহরের মায়ের হাসি ক্লিনিকে সিজারিয়ান অপারেশন করার পর তাহেরা খাতুন (২৭) নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় সিজারিয়ান অপারেশনের পর প্রসুতির অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসূতি তাহেরা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী একরামুল হকের স্ত্রী। তবে নবজাতক শিশু কন্যাটি সুস্থ আছে।

এর আগে তাহেরা খাতুনের ২টি পুত্র সন্তান রয়েছে। মাকে হারিয়ে তিনটি অবুঝ শিশু এতিম হয়ে গেছে। প্রসূতি তাহেরা খাতুনের মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চাঁদবিল গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসি একরামুল হকের ভাই একলাস আলী বলেন, “বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে তার ভাবী তাহেরা খাতুনকে

শহরের কাসারিপাড়াস্থ মায়ের হাসি ক্লিনিকে ভর্তি করি। দুপুর ৩ টার দিকে ডা. জুসি (রুমানা হেলালী জুসি) সিজারিয়ান অপারেশ করান এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিছুক্ষণ পরে রোগীকে বেডে দেওয়া হয়। বেডে দেওয়ার পরপরই রোগী খিঁচুনি দিয়ে ওঠে। অবস্থা খারাপ হতে থাকলে ক্লিনিকের ভাড়া করে দেওয়া এ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সন্ধ্যার দিকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কুষ্টিয়া পৌছানোর আগেই পথের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। পরে আমরা লাশ ফিরিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসি। পরদিন শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে। ”

এ বিষয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিকের স্বত্ত্বাধিকারী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু বলেন, “প্রসূতি মৃত্যুর কোন ঘটনা আমার ক্লিনিকে ঘটেনি। আমরা রোগী রেফার্ড করেছি কুষ্টিয়া মেডিকেলে কি হয়েছে আমরা জানি না।”

বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল ইসলাম বলেন, “মায়ের হাসি ক্লিনিকে প্রসূতি মৃত্যুর বিষয়টি আমাদের কানে এসেছে। এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পেলে অথবা ঘটনা সত্য হলে আমরা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।”

তবে প্রসূতি মৃত্যুর খবর জানেন না মেহেরপুরের স্বাস্থ্য বিভাগ। কথা হলে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ বলেন, “ওই প্রসূতির মৃত্যুর খবর আমরা জানি না। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”